গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সামাজিক নিরাপত্তা শাখা
www.msw.gov.bd

নং- ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০২১.১৭-৩০৩

২৯ শ্রাবণ ১৪২৫
১৩ আগষ্ট ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয়ে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮ 'এর অনুমোদিত কপি এতদসাথে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ।

(শেখ রবিউল ইসলাম)
সহকারী সচিব (সানিশা)
ফোন : ৯৫৪০১৬৯
Email: sss@msw.gov.bd

বিতরণঃ

১। অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবুল হাসনাত জোয়ারদার, কর্মসূচী পরিচালক, কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।
২। অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদুল হাসান, পরিচালক, জাতীয় নাক ও গলা ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ওআইসি, কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সেন্টার, সিএমএইচ, ঢাকা।
৪। ডাঃ মোঃ নুরুল হক, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- **মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ**

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন)'এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ককলিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম

বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম

কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮

১. ভূমিকা ঃ

বধিরতা বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে বাংলাদেশে বধিরতার হার শতকরা নয় দশমিক ছয় ভাগ। এর মধ্যে ষোল লক্ষ মানুষ মারাত্মক ধরণের বধিরতায় ভুগছেন।

বিশ্বজুড়ে প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে দুই জন শিশু বধিরতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সে হিসাবে বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৬০০ শিশু বধিরতা নিয়ে জন্মায় এবং প্রায় সমসংখ্যক জনগোষ্ঠি শ্রবণশক্তি নিয়ে জন্মালেও তাদের জীবদ্দশায় কোন না কোন সময়ে বধিরে পরিণত হয়। শৈশবে এবং বাল্যকালে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা শিশুর মানসিক বিকাশ এবং মৌখিক ভাষার বিকাশকে সরাসরি বাধাগ্রস্থ করে। শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা শিশু বা ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকেও মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। তাই একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধীর দ্রুত শ্রবণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অতি উচ্চমাত্রার বধিরতা অথবা সম্পূর্ণ বধিরতার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যেখানে হিয়ারিং এইড ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব হয় না-সেক্ষেত্রে এখন অন্তকর্ণের কক্লিয়ায় স্থাপনযোগ্য জৈব ইলেকট্রনিক যন্ত্র "কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট" অত্যন্ত উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অন্তকর্ণে স্থাপন করতে হয়। এই ইমপ্লান্ট শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য এক আশির্বাদ স্বরূপ এবং এই ইমপ্লান্ট গ্রহণের মাধমে এক শ্রবণ প্রতিবন্ধী শ্রবণের জগতে প্রবেশ করতে পারে। ২০০৫ সালের পূর্বে বাংলাদেশের হাতে গোনা তিন চার জন রোগী বিদেশে গিয়ে এই ইমপ্লান্ট সার্জারী করিয়েছেন। বাংলাদেশে বর্তমান বাজারে একটি কক্লিয়ার ইমপ্লান্টের মূল্য প্রায় দশ লক্ষ থেকে আঠারো লক্ষ টাকার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও সার্জারী, হেবিলিটিশন থেরাপী ও বিবিধ খরচের জন্য গড়ে কমপক্ষে আরো হাজার পঞ্চাশেক টাকা ব্যয় হয়। তাই এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে। এছাড়াও এ প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ হতে বাংলাদেশ কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট এর টেকনোলজি পুরোমাত্রায় ট্রান্সফার হয় নাই।

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সংক্রান্ত ১ম পর্যায় কর্মসূচি (২০১০-১৩)ঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "ডেভেলপমেন্ট অব কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ইন বিএসএমএমইউ"-নামে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩) এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীর মেয়াদকালে পর্যায়ক্রমে ৫৪ (চুয়ান্ন) জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী করা হয়েছে। তারা এখন কানে শুনতে এবং কথা বলতে পারছে। এ পর্যায়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদেরকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির ফলে দেশে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারীর অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে দেশের সাধারণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি এই ব্যয় বহুল কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী করার সুযোগ পাচ্ছেন পাশাপাশি স্থানীয় চিকিৎসক, অডিওলজিস্ট, থেরাপিস্ট ও ইমপ্লান্ট সংশ্লিষ্ট জনবল ইমপ্লান্ট ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন।

শেখ রফিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে পত্র পত্রিকায় কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ও জন সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইমপ্লান্ট প্রার্থী শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বাড়ার প্রেক্ষিতে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম কর্মসূচিতে অন্যান্য হাসপাতালে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম সম্প্রসারণ/চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী সম্পন্ন হলে দেশের দরিদ্র জনগন উপকৃত হবে। এছাড়াও দেশে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সংশ্লিষ্ট জনবলকে ইমপ্লান্ট ব্যবস্থাপনায় আরো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে এবং এ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করে সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২য় পর্যায় কর্মসূচি (২০১৪-১৬)ঃ ১ম পর্যায়ের কর্মসূচির সফলতার কারণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "ডেভেলপমেন্ট অব কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ইন বিএসএমএমইউ ২য় পর্যায়" গ্রহণ করে। ২য় পর্যায় মোট ৭৭ (সাতাত্তর) জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে সফলভাবে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী করা হয়।

নিয়মিত কর্মসূচি ঃ ২য় পর্যায়ের কর্মসূচির পর কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম-বিএসএমএমইউ -এর মাধ্যমে পুনরায় ৭২ (বাহাত্তর) জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে সার্জারী করা ও ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

নিয়মিত কর্মসূচি (২০১৭-১৮)ঃ
এ অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার পাশাপাশি জাতীয় নাক, কান ও গলা ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকায় কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পাশপাশি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২. উদ্দেশ্যঃ
(ক) কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট-এর জন্য শ্রবণ প্রতিবন্ধী বাছাইকরণ;
(খ) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদেরকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস সরবরাহ করা;
(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইমপ্লান্ট সার্জারীর ব্যবস্থা করা;
(ঘ) চিকিৎসক, অডিওলজিস্ট ও অডিটরি ভারবাল থেরাপিস্টদেরকে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ও হেবিলিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(ঙ) ইমপ্লান্ট সার্জারীর পর শব্দ বুঝতে ও কথা বলা শেখানোর ব্যবস্থা করা।

৩. কর্মসূচি বাস্তবায়নের এলাকা ঃ
এই কর্মসূচি দেশের সকল শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বাস্তবায়নকারী হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব ইউনিটের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এই কর্মসূচির আওতায় সেবা প্রদান করা হবে।

৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের উৎস ও ব্যয় ঃ
এই কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ কর্মসূচির ব্যয়ের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাদ্দকৃত মোট অর্থ হতে ইউনিট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পৃথকভাবে বরাদ্দ বিভাজন নির্ধারণ করবে।

৫. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ
সরকার কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

শেখ রবিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার